সমকাল

08 JUL 2025

বাড়তি শুল্ক ভিয়েতনামের সমপর্যায়ে নামাতেই হবে

বিশ্লেষণ

ড. মোস্তাফিজুর রহমান

অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণার পর আলোচনার জন্য সময় চেয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রও স্বীকার করেছিল, যেসব দেশ দ্রুতই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। এর পর তিন মাস ধরে আলোচনা চলেছে। কিন্তু ফল হতাশাজনক। প্রস্তাবিত ৩৭ শতাংশ শুল্ক মাত্র ২ শতাংশ কমিয়ে ৩৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। ফলে বর্তমানে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে আরও ৩৫ শতাংশ যোগ হয়ে ১ আগস্ট থেকে বাংলাদেশের

মোস্তাফিজুর রহমান

> আমরা কেন ভিয়েতনামের মতো সমঝোতা করতে পারলাম না? এর উত্তর সরকারের কাছেই আছে

পণ্যে মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত ব্যাপক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ইতোমধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে, যার আওতায় তাদের পণ্যে মাত্র ২০ শতাংশ শুল্ক বসবে। অর্থাৎ আমাদের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১৫ শতাংশ শুল্ক থাকছে, যা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন করে তুলবে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোনো দেশ এমন সুবিধা বাগিয়ে নেয়, তা আরও বড় সমস্যা তৈরি করবে।

নতুন শুল্কহার কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্র্যান্ডগুলোর যারা বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি করে, তারা হয়তো প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত শুল্কের একটা ছোট অংশ নিজেরা বহন করবে এবং বাকিটা চাপিয়ে দেবে রপ্তানিকারকের ওপর। ফলে রপ্তানিকারকরা পণ্যের দাম কমাতে বাধ্য হবেন। তবে দীর্ঘ মেয়াদে এ ব্যবস্থা টিকবে না। শেষ পর্যন্ত ব্র্যান্ডগুলো ভিয়েতনাম বা এমন দেশেই চলে যাবে, যেখানে কম খরচে পণ্য পাবে।

এখন প্রশ্ন ওঠে– আমরা কেন ভিয়েতনামের মতো সমঝোতা করতে পারলাম না? এর সুনির্দিষ্ট উত্তর সরকারের কাছেই আছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত সমঝোতার খসড়া গোপন রাখার শর্ত ছিল। তবে চাইলে সরকার একটি 'সমঝোতা দল' গঠন করে বিষয়টি নিয়ে পেশাদার ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করতে পারত।

আমরা জানি না, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কছাড় ছাড়াও কোনো অশুল্ক দাবি ছিল কিনা। বাংলাদেশ এর আগে স্ক্র্যাপ লোহা, সয়াবিন, এলএনজি ও তুলার মতো প্রধান আমদানীকৃত মার্কিন পণ্যে শূন্য শুল্ক আরোপ করেছে বা করতে চেয়েছে। তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আরও কিছু চেয়েছে; যেমন– তাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশে নীতিগত সুবিধা বা সরকারি ক্রয়ে বিশেষ সুযোগ। এসব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা হয়তো তাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি। আবার হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে– তাদের পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে শূন্য শুল্কছাড় দেওয়া হোক, যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মের পরিপন্থি। এমন শর্তে সরকার হয়তো রাজি হয়নি; কিন্তু ভিয়েতনাম রাজি হয়েছে।

তবে এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। ১ আগস্ট পর্যন্ত আমাদের হাতে তিন সপ্তাহ সময় আছে। এ সময়ের মধ্যে যদি আলোচনার মাধ্যমে অন্তত ভিয়েতনামের মতো একটি সমঝোতায় পৌঁছানো যায়, তাহলে সেটাই হবে "মন্দের ভালো"। প্রয়োজনে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অতিরিক্ত কিছু ছাড় আদায়ের চেষ্টা করা যেতে পারে।

যেহেতু সরকার এখনও পরিষ্কার করেনি, যুক্তরাষ্ট্রকে কী কী সুবিধার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, আমরা কেবল অনুমান করতে পারি– মূলত শুল্কছাড় ও নীতিগত সুবিধার কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হয়তো আরও স্পষ্ট, সময় সীমাবদ্ধ ও বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি চেয়েছে। সরকারি ক্রয়ে হয়তো অগ্রাধিকার চেয়ে থাকতে পারে। সমস্যা হলো, আমাদের আরও কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী দেশকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। তাদের স্বার্থের দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

সব মিলিয়ে সামনের সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে আলোচনার কৌশল, প্রস্তুতি ও নেতৃত্ব– সবকিছুই হতে হবে সুপরিকল্পিত। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, অন্যান্য সম্ভাব্য বাজারের দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে কোনো একটি দেশের সিদ্ধান্ত আমাদের রপ্তানি সক্ষমতাকে হুমকির মুখে না ফেলে। বিশেষত আমরা উৎপাদন বাড়াতে পারলে খরচ কমিয়ে অতিরিক্ত শুল্কহারে চাপ কমানোরও চেষ্টা করতে পারি।

লেখক: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

08 JUL 2025 সমকাল

যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে আবার শুল্কের অস্বস্তি

■ সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে নতুন করে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের চিঠি এই অস্বস্তির কারণ। বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের পণ্যে বিভিন্ন হারে এবার শুল্ক আরোপ করে একযোগে চিঠি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে মূল প্রতিযোগী দেশ চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তানের নাম নেই। এটি বাংলাদেশের জন্য অসম প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাকের রপ্তানি কমলে দেশের পোশাক খাতে এর বড় প্রভাব পড়বে।

গতকাল মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পাঠানো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশে বাংলাদেশের পণ্যে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা জানানো হয়। আগামী ১ আগস্ট থেকে নতুন এই শুল্ক আরোপ হওয়ার কথা। নতুন এ হার কার্যকর হলে বাংলাদেশের পোশাকে শুল্ক দাঁড়াবে ৫১ শতাংশে। এর আগে গত ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশে ৬০ দেশের পণ্যে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশসহ বিভিন্ন হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তখন বাংলাদেশের পণ্যে ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়, যা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ৯ এপ্রিল। কার্যকরের দিন তিন মাসের জন্য দেশভিত্তিক বাড়তি শুল্ক আরোপ স্থগিত করা হয়। তিন মাসের এ শুল্ক বিরতির সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের ওপর নতুন করে শুল্কহার নির্ধারণ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্পের আরোপিত নতুন শুল্ক

- সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয় লবিষ্ট নিয়োগ চান রপ্তানিকারকরা
- ইউএসটিআর-বাংলাদেশ বৈঠক আজ
- দরকষাকষির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ঠিক হবে: অর্থ উপদেষ্টা

দেশ	নতুন শুল্ক (%)	আগের শুল্ক (%)
জাপান	২৫	২৪
দ. কোরিয়া	২৫	২৫
লাওস	৪০	৪৮
মালয়েশিয়া	২৫	২৪
মিয়ানমার	৪০	৪৪
দ. আফ্রিকা	৩০	৩০
কাজাখস্তান	২৫	২৭
বাংলাদেশ	৩৫	৩৭
বসনিয়া	৩০	৩৫
কম্বোডিয়া	৩৬	৪৯
ইন্দোনেশিয়া	৩২	৩২
সার্বিয়া	৩৫	৩৭
থাইল্যান্ড	৩৬	৩৬
তিউনিসিয়া	২৫	২৮

সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, লবিষ্ট নিয়োগ চান রপ্তানিকারকরা

শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষিতে সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল না বলে মনে করেন রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা। প্রথম দফা ৩৭ শতাংশ শুল্ক ঘোষণার পর গত প্রায় তিন মাসে বলার মতো কোনো অগ্রগতি দেখাতে পারেনি সরকার। কয়েকজন রপ্তানিকারক সমকালকে বলেন, কী আলোচনা হচ্ছে, কারা আলোচনা করছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি সরকারের তরফ থেকে।

প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু গতকাল সমকালকে বলেন, প্রথম দফা শুল্ক আরোপের ঘোষণার পরই সরকারকে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছিলাম। প্রধান উপদেষ্টাকে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তিনি জানান, গতকালের চিঠির পর আবার আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য সময় চেয়েছেন তারা। বৈঠকে ওয়াশিংটনকে রাজি করাতে লবিষ্ট নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো হবে। এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টা নিজেই যেন সরাসরি সম্পৃক্ত হন, সে ব্যাপারে ফের অনুরোধ জানানো হবে।

বিজিএমইএ সভাপতি জানান, শেষ পর্যন্ত বাড়তি শুল্ক কার্যকর হলে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যেসব কারখানা যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি হারে রপ্তানি করে থাকে। কারণ, খুব শিগগিরই বিকল্প বাজার ধরা সম্ভব নয়। এ ছাড়া ভিয়েতনামের পণ্য বাংলাদেশের চেয়ে ১৫ থেকে ২৫ শতাংশে এগিয়ে থাকবে। সেটাকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তানের বেলায় কী হারে শুল্ক আরোপ হয়, সেটাও দেখার বিষয়।

জানতে চাইলে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন সমকালকে বলেন, বুধবার শুল্ক আরোপের বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি বৈঠক আছে। সেখানে কী সিদ্ধান্ত হয়, তার পর ধারণা করা যাবে রপ্তানিতে কী ধরনের প্রভাব পড়বে। তবে বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছি।

পাল্টা শুল্ক রপ্তানিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে, তা তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে বলে জানান বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে এহসান শামীম। তিনি বলেন, এখনই বাংলাদেশের ভয়ের কোনো কারণ নেই। তবে ট্রাম্প প্রশাসন চীনের ক্ষেত্রে কী সিদ্ধান্ত নেবে, ভারতের সঙ্গে কী শর্তে চুক্তি করবে এবং ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে কিনা– এই তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের রপ্তানির গতিবিধি।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি চীনে অতিরিক্ত শুল্ক বসায় এবং ভারতকে ছাড় না দেয়, তাহলে বাংলাদেশের ভয় কম থাকবে। এ ছাড়া ব্রিকসের দেশগুলোর ওপর যদি ১০ শতাংশ অতিরিক্ত পাল্টা শুল্ক আরোপ করে, তাতেও বাংলাদেশের সমস্যা হবে না বরং ভালো হবে। কারণ, এসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সমঝোতা না হলে দেশটি ভিয়েতনাম থেকে আমদানি কয়েক গুণ করবে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করার মতো সেই সক্ষমতা নেই ভিয়েতনামের। ফলে চীন, ভারত ও ব্রিকসের রপ্তানি আদেশগুলো বাংলাদেশেও স্থানান্তরিত হবে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রপ্তানিতে শুল্ক ৩৫ শতাংশ আরোপ করা হলেও মোটা দাগে সমস্যা হবে না।

বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি বলেন, শুল্ক আরোপ ঠেকাতে সরকারের প্রতি তাঁর পরামর্শ– ট্রাম্প প্রশাসন চীন ও ভারতের ক্ষেত্রে কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে হবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষির বিষয়ও চালিয়ে যেতে হবে।

শুল্কহার আসলে কত দাঁড়াচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশে বাংলাদেশের পণ্যে নতুন করে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হলে প্রকৃত শুল্ক কত হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশ যে ধরনের পণ্য রপ্তানি করে থাকে, সেসব পণ্যে বর্তমানে গড়ে ১৬ শতাংশ শুল্ক ধার্য রয়েছে। গত ২ এপ্রিলের ঘোষণায় সব দেশের জন্য ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করা হয়, যা ৫ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে। এতে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কহার দাঁড়ায় ২৬ শতাংশে। নতুন করে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হলে মোট শুল্কহার দাঁড়াবে ৬১ শতাংশে। প্রধান উপদেষ্টার কাছে লেখা চিঠিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, নতুন শুল্ক প্রযোজ্য হবে খাতভিত্তিক বিদ্যমান শুল্কের অতিরিক্ত। এর অর্থ ৬১ শতাংশেই হতে পারে শুল্ক।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য মোস্তফা আবিদ খান সমকালকে বলেন, নতুন করে যদি ৩৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়, তাহলে গত ৫ এপ্রিল কার্যকর হওয়া ১০ শতাংশ রহিত হবে। তাতে শুল্ক দাঁড়াবে ৫১ শতাংশ। রপ্তানিকারকরা জানিয়েছেন, মোট শুল্কহার কত দাঁড়াবে, সে বিষয়ে তারা স্পষ্ট কিছু বলতে পারছেন না।

দরকষাকষির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ঠিক হবে: অর্থ উপদেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত ৩৫ শতাংশ শুল্ক চূড়ান্ত না বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, এটা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সময় আজ বুধবার ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের (ইউএসটিআর) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের বৈঠক হবে। গতকাল সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এসব কথা বলেন।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য উপদেষ্টা আছেন। তিনি ৩ দিন আগে গেছেন। আজকেই বাণিজ্য টিম যাচ্ছে। মিটিংয়ের পর আমরা বুঝতে পারব। মিটিংয়ে কি কোনো উন্নতি হওয়ার আশা করা যায়– সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে সালেহউদ্দিন বলেন, আমরা আশা করি। আলোচনা যা-ই হোক, আমরা অন্যান্য পদক্ষেপ নেব। এখন বৈঠকটা মোটামুটি ইতিবাচক।

ভিয়েতনাম চেষ্টা করে ২৬ শতাংশ কমিয়েছে; বাংলাদেশের কেন মাত্র ২ শতাংশ কমানো হলো? তার মানে কি নেগোসিয়েশন ভালো হয়নি? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এটা ঠিক যে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি মাত্র ৬ বিলিয়ন ডলার। ভিয়েতনামের ১২৫ বিলিয়ন ডলার। আমরা চেষ্টা করছি এত কম ঘাটতির বাস্তবতায় শুল্ক আরোপে যেন একটা যৌক্তিকতা থাকে।

উড়োজাহাজের পাশাপাশি ফুড ড্রিংক কিনতে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেওয়া হবে

গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর পরিকল্পনা করছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে সরকারি খাতে ফুড ড্রিংক কেনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেবে। উড়োজাহাজ এবং সামরিক যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথাও জানান তিনি।

এ ছাড়া আমাদের বিমান বহরের প্রায় সব এয়ারক্রাফট বোয়িং। আমাদের বিমানের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা আছে, সেটাও বোয়িং। কাজেই বোয়িং ফ্লাইট কেনার জন্য আমাদের কিছু আদেশ দেওয়ার কথা রয়েছে। আমরা সেভাবে আলোচনা করেছি। এ ছাড়া তুলা আমদানিকে আমরা উৎসাহিত করব।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রধান বিবেচ্য বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ। আমাদের কাছে তারা কিছু চেয়েছে; সেটা হলো শুল্ক কমানো। পর্যায়ক্রমে শুল্ক, ভ্যাট, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি, রেগুলেটরি ডিউটি; এগুলো যেন আমরা কমাই। সে ধরনের প্রস্তাব তারা করেছে। আমরা সেটা এনবিআরের সঙ্গে আলোচনা করার পরে সরকারের অন্য অংশীজনের সঙ্গে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।

যুক্তরাষ্ট্রকে এককভাবে শুল্ক ছাড় সুবিধা দেওয়া যুক্তিসংগত হবে না

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এককভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে শুল্ক ছাড় সুবিধা দেওয়াকে সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করে না। গতকাল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্কে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুল্ক আরোপের বড় ধাক্কা থেকে কিছুটা রেহাই পেতে হলে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির ক্ষেত্রে সব ধরনের পণ্যে শুল্ক শূন্য করাও যাবে না। এতে সমস্যা হতে পারে।

যেমন শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগ দিলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক গাড়ি আমদানি হবে। সে ক্ষেত্রে চীন, জাপান ও ইইউভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশে শুল্কমুক্ত গাড়ি রপ্তানি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারে, যা দেশের রাজস্ব আদায়ে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষত তৈরি করবে। তাদের মতে, মোটা দাগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেসরকারিভাবে পণ্য আমদানি বাড়ানোর সম্ভাবনা কম। কারণ বেসরকারি আমদানিকারকরা যে দেশে কম মূল্যে পণ্য পাবে, সেই দেশ থেকেই আমদানি করবে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে হলে দুই সরকারের মাধ্যমে (জিটুজি) আমদানি বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার দেশটি থেকে বোয়িং, তুলাসহ কিছু পণ্যের আমদানি বাড়াতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার, আমদানি ৩ বিলিয়ন

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার প্রায় ৮ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের। এর মধ্যে ২০ শতাংশ তৈরি পোশাক। রপ্তানি পণ্যের তালিকায় আরও রয়েছে জুতা, টেক্সটাইল সামগ্রী, ওষুধ ও বিভিন্ন কৃষিপণ্য। এ রপ্তানির বিপরীতে দেশটি থেকে বাংলাদেশ আমদানি করে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পণ্য। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুই হাজার ৯২৭ ধরনের পণ্য আমদানি করেছে, যার আর্থিক মূল্য ৩৪ হাজার ২৮ কোটি টাকা বা ২৭৮ কোটি ৯২ লাখ ডলার। এর মধ্যে ১০ পণ্যের আমদানি মূল্যই হচ্ছে ২০৫ কোটি ৫৯ লাখ ডলার। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে জাহাজের স্ক্র্যাপ, সয়াবিন বীজ, তুলা, এলপি গ্যাস, এয়ারক্রাফটের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি।

সমকাল
০৪ JUL 2025

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখল বাংলাদেশ

■ আবু হেনা মুহিব

গত বছর আগস্টে ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রায় দুই মাস টানা শ্রমিক অসন্তোষে জর্জরিত ছিল তৈরি পোশাকশিল্প। কারখানায় গ্যাস সংকটও ছিল প্রকট। এ রকম আরও কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্যেই বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ ২০২৪' প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

এ নিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখার কৃতিত্ব দেখাল বাংলাদেশ। ২০২০ সালে অতিমারি করোনাকালে বাংলাদেশকে টপকে দ্বিতীয় স্থানটি দখল করে নিয়েছিল ভিয়েতনাম। পরের বছর ২০২১ সালে ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধার করে বাংলাদেশ। তৃতীয় অবস্থানে চলে যায় ভিয়েতনাম। ২০২৪ সালের প্রতিবেদনেও পোশাক রপ্তানিতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দেশটি। পোশাক রপ্তানিতে বরাবরের মতো এবারও প্রথম স্থানে আছে চীন।

পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখলেও বৈশ্বিক হিস্যা কমেছে বাংলাদেশের। আগের বছরের হিস্যা ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ থেকে কমে গত বছর এ হার ৬ দশমিক ৯০ শতাংশে নেমে এসেছে। এ নিয়ে টানা দুই বছর বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা কমলো। আগের বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে হিস্যা ছিল ৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ, যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

এ হিস্যা ইস্যুতে কিছুটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। কারণ প্রধান প্রতিযোগী ভিয়েতনামের হিস্যা গত বছর আরও বেড়েছে। ডব্লিউটিওর উপাত্তে দেখা যায়, গত বছর ভিয়েতনামের হিস্যা দাঁড়ায় ৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল ৫ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিবেদন

পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু সমকালকে বলেন, চলতি প্রবাহ এবং যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য প্রবেশে নতুন শুল্কের কারণে আগামীতে ভিয়েতনামের কাছে দ্বিতীয় রপ্তানিকারকের মর্যাদা হয়তো হারাতে হবে। কারণ প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের পোশাকের তুলনায় অন্তত ১৫ শতাংশ বেশি শুল্ক দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশের পোশাকে।

অন্যান্য দেশের মধ্যে ভারত, তুরস্কের হিস্যা অনেকটা অপরিবর্তিত রয়েছে। অবশ্য প্রধান রপ্তানিকারক চীনের হিস্যা কিছুটা কমেছে। ৩১ দশমিক ৬৪ শতাংশ থেকে ২৯ দশমিক ৬৪ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রধান রপ্তানিকারক দেশটির হিস্যাও গত তিন বছর টানা কমছে।

ডব্লিউটিওর পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর বাংলাদেশ ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৮৪৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। আগের বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৮৪০ কোটি ডলার। ২০২২ সালে যা ছিল ৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলার।

অন্যদিকে গত বছর ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৩ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার বা ৩ হাজার ৩৯৪ কোটি ডলার। আগের বছর যা ছিল ৩ হাজার ১০৪ কোটি ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে যেখানে মাত্র ৪৮ কোটি ডলার, সেখানে ভিয়েতনামের বেড়েছে ২৯০ কোটি ডলার।

গত বছর চীন বিশ্ববাজারে ১৬৫ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। তার আগের বছর তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৬৪ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার। বিশ্ববাজারে প্রধান ১০ রপ্তানিকারক দেশের অন্য দেশগুলোর মধ্যে তুরস্কের রপ্তানি ৪ দশমিক ৪২ শতাংশ কমেছে। রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক।

ভারতের রপ্তানি সাড়ে ৬ শতাংশ বেড়েছে। রপ্তানি হয়েছে ১৬ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলারের পোশাক। কম্বোডিয়ার রপ্তানি বেড়েছে ২৪ শতাংশ। পরিমাণ ছিল ১০ বিলিয়ন ডলারের মতো। পাকিস্তানের রপ্তানি বেড়েছে ২১ শতাংশ। পরিমাণ ছিল সাড়ে ৯ বিলিয়ন ডলারের মতো।

08 JUL 2025

সমকাল

পণ্যমূল্য কম দেখিয়ে রপ্তানির আড়ালে অর্থ পাচার হয়েছে

- মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচারের তথ্য পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক
- ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের ৫৭ শতাংশই শতকোটি টাকা বা তার বেশি অঙ্কের

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রপ্তানি করা পণ্যের মূল্য কম দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচারের তথ্য পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে লেনদেন করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংক খাতের মোট খেলাপি ঋণের ৫৭ শতাংশেই শতকোটি টাকার। এসব ঋণ আদায় জোরদারের পরামর্শ দিয়েছেন গভর্নর।

গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে সব ব্যাংকের এমডিদের নিয়ে আয়োজিত ব্যাংকার্স সভায় এসব বিষয় উঠে আসে। গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এমডিরা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে জানানো হয়, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ থেকে বিভিন্ন ব্যাংক পরিদর্শন করে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অর্থ পাচার এবং হুন্ডির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের চেয়ে কম দেখানো, পণ্যের ওজন বেশি দেখানো এবং শুল্ক কর্মকর্তাদের দৃষ্টি এড়াতে একটি ইএক্সপির বিপরীতে একাধিক ইনভয়েসের মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করা হচ্ছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশে যে মূল্য ও ওজন হিসাব করে পণ্য রপ্তানি হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশে কয়েক গুণ কম মূল্য এবং বেশি ওজন দেখিয়ে পণ্য রপ্তানি করছে।

বৈঠকে আরও বলা হয়, নামমাত্র মূল্যে স্টক লটের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ইনভয়েসে স্টক লটের বিষয় উল্লেখ না করেও অর্থ পাচারের ঘটনা ঘটছে। আবার বিদেশি ক্রেতাকে শুল্ক ফাঁকির সুবিধা দিতে আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। অবশিষ্ট মূল্য রেমিট্যান্স হিসেবে এনে প্রণোদনা নেওয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

এদিকে ব্যাংকগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ৩৭টির শতকোটি টাকা বা তার বেশি অঙ্কের খেলাপি চিহ্নিত হয়েছে। ব্যাংক খাতে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে বড় খেলাপির কাছে ব্যাংকগুলোর পাওনা ১ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা বা মোট খেলাপি ঋণের ৫৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১৯ সালে এ ধরনের খেলাপি ঋণ তদারকিতে বিশেষ সেল গঠন এবং প্রতি ত্রৈমাসিকে পরিচালনা পর্ষদ থেকে এ ধরনের ঋণ তদারকির নির্দেশনা দেওয়া হয়। গতকালের সভা থেকে পরিচালনা পর্ষদ থেকে এসব ঋণ আদায়ের কর্মপরিকল্পনা চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঋণ আদায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে মামলা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গতকালের বৈঠকে ব্যাংক থেকে এলসির দায় পরিশোধের পর আমদানিকারক পরিশোধ না করলে তাৎক্ষণিকভাবে ফোর্স ঋণ সৃষ্টি এবং ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার যথাযথ প্রতিফলন নিশ্চিত করতে নিরীক্ষা বছরের নবম মাস ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমাসহ বিভিন্ন আলোচনা হয়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

08 JUL 2025

সমকাল

বাংলাদেশি পণ্যে ৩৫% শুল্ক

প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের সঙ্গে আজ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বৈঠকের কথা। এর আগেই বাড়তি এই শুল্কের ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্টা শুল্ক নিয়ে আলোচনা চলমান থাকা অবস্থায় বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে লেখা এক চিঠিতে বিষয়টি জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতি নিরসনের বিষয়ে সমাধান না এলে ১ আগস্ট থেকে দেশটিতে পণ্য রপ্তানিতে বর্ধিত হারে শুল্ক দিতে হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

বৈশ্বিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ মোট ১৪টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্কহার নির্ধারণের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউসের ৯০ দিনের শুল্কবিরতির সময়সীমা

অধ্যাপক ইউনূসকে ট্রাম্পের দেওয়া চিঠি

শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে অর্থাৎ স্থানীয় সময় গত সোমবার এই ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অবশ্য ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য ও ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে। ভারতের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টিও মোটামুটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে

> যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের বিষয়টি শুধু শুল্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি বাণিজ্যের বিষয়, যার ফলাফল হচ্ছে শুল্ক। তাই এই সমস্যার সমাধানের সঙ্গে বাণিজ্যনীতিসহ অনেক বিষয় জড়িত।
>
> শেখ বশিরউদ্দীন, বাণিজ্য উপদেষ্টা

মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

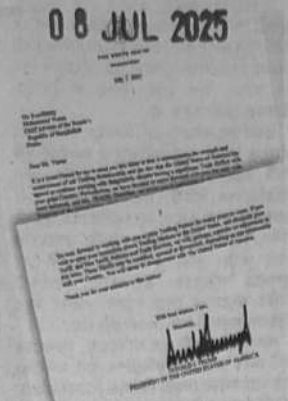

এদিকে গত এপ্রিলে পাল্টা শুল্কারোপের ঘোষণার পর তিন মাসেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ বিষয়ে সরকারের দর-কষাকষিতে অগ্রগতি না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রপ্তানিকারকেরা। তাঁরা বলছেন, ৩৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক কার্যকর হলে রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। অনেক কারখানা অস্তিত্বসংকটে পড়বে। এমন প্রেক্ষাপটে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে দর-কষাকষি শেষ করতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

তবে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত শুল্ক চূড়ান্ত নয় বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। গতকাল সচিবালয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'ওয়ান টু ওয়ান নিগোসিয়েশনের মাধ্যমে এটা ঠিক হবে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় ৮ জুলাই (আজ বুধবার) যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের (ইউএসটিআর) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের বৈঠক হবে।' তিনি আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বাণিজ্য উপদেষ্টা আছেন। ইউএসটিআরের সঙ্গে আলাপ করবেন তিনি। ওই বৈঠকের পর আপনারা বুঝতে পারবেন।'

বৈঠকের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের বিষয়টি শুধু শুল্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি বাণিজ্যের বিষয়, যার ফলাফল হচ্ছে শুল্ক। তাই এই সমস্যার সমাধানের সঙ্গে বাণিজ্যনীতিসহ অনেক বিষয় জড়িত। বাংলাদেশ বিশ্ববাণিজ্য করে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিওর বিধিবিধান মেনে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাড়তি শুল্কের সমাধান করতে হলে সেই নীতিমালাগুলোতেও পরিবর্তন আনতে হবে। আর সেটি করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের সব দেশের জন্য। তাই আমরা গভীর চিন্তাভাবনা করে এ বিষয়ে সমঝোতার চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।'

যুক্তরাষ্ট্র যেসব দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে, সেসব দেশের ওপর গত ২ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্বের ৫৭টি দেশের ওপর বিভিন্ন হারে বাড়তি পাল্টা শুল্ক বসানো হয়। তখন বাংলাদেশের পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল ৩৭ শতাংশ। গত ৯ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক কার্যকরের সময় তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন ট্রাম্প প্রশাসন। যদিও সব দেশের ওপর ন্যূনতম ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর করা হয়।

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির একক বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের হিসাবে সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ ৮৬৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১৮ শতাংশের কিছু বেশি। তবে ইপিবির হিসাবে, এই রপ্তানির পরিমাণ ৮৭৬ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশি পণ্যের ৮৭ শতাংশের বেশি তৈরি পোশাক। এ ছাড়া মাথার টুপি বা ক্যাপ, চামড়ার জুতা, হোম টেক্সটাইল, পরচুলা এবং অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য বেশি রপ্তানি হয়।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা শুরু থেকে সরকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষির অনুরোধ জানিয়েছি। তবে পাল্টা শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষি নিয়ে ব্যবসায়ীদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা চাই, দর-কষাকষির প্রক্রিয়ায় লবিস্ট নিয়োগ করা হোক। পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদেরও যুক্ত করা হোক।'

চিঠিতে কী লিখেছেন ট্রাম্প

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক কার্যকরের সময়সীমা তিন সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি গত সোমবার ১৪টি দেশের সরকারপ্রধানকে চিঠিও পাঠিয়েছেন। তার একটি চিঠি তিনি পাঠিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে। চিঠিগুলো নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প।

প্রধান উপদেষ্টাকে লেখা চিঠিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, '২০২৫ সালের ১ আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো বাংলাদেশের সব ধরনের পণ্যের ওপর আমরা ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। এই শুল্ক সব খাতভিত্তিক শুল্কের অতিরিক্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে। উচ্চ শুল্ক এড়ানোর উদ্দেশ্যে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে পণ্য পাঠানো হলে সেগুলোর ওপরও সেই উচ্চ শুল্ক আরোপ হবে। অনুগ্রহ করে এটা অনুধাবন করেন যে ৩৫ শতাংশ সংখ্যাটি আপনার দেশের সঙ্গে আমাদের যে বাণিজ্যঘাটতি রয়েছে, তা দূর করার জন্য যা প্রয়োজন, তার থেকে অনেক কম।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'যদি কোনো কারণে আপনি আপনার শুল্ক বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন আপনি যে পরিমাণ শুল্ক বাড়াবেন, তা আমাদের আরোপিত ৩৫ শতাংশ শুল্কের ওপর যোগ করা হবে। অনুগ্রহ করে এটা উপলব্ধি করুন যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতি, যেটা স্থায়ী হওয়ার নয়, সেটা তৈরির পেছনে ভূমিকা রাখা বাংলাদেশের অনেক বছরের শুল্ক ও অশুল্ক নীতিসমূহ এবং বাণিজ্য বাধা সংশোধনের জন্য এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।'

সবশেষে ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, 'আপনি যদি আপনার বাণিজ্য বাজার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত করতে চান এবং শুল্ক, অশুল্ক নীতি ও বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা দূর করেন, তাহলে আমরা এই চিঠির কিছু অংশ পুনর্বিবেচনা করতে পারি। এই শুল্কহার আপনার দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে বাড়ানো বা কমানো হতে পারে। আপনি কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হতাশ হবেন না।'

রপ্তানিতে কী প্রভাব পড়বে

এনবিআরের হিসাবে, সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে বাংলাদেশের ২ হাজার ৩৩৭টি প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে ৮৬৯ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। তার মধ্যে অধিকাংশই তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, যার সংখ্যা ১ হাজার ৮২১। বাংলাদেশের পণ্যে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হলেও ভিয়েতনামের ওপর আরোপ হয়েছে ২০ শতাংশ। এ ছাড়া মিয়ানমার ও লাওসের ওপর ৪০ শতাংশ; ইন্দোনেশিয়ার ওপর ৩২ শতাংশ; দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া ও তিউনিসিয়ার ওপর ২৫ শতাংশ; কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের ওপর ৩৬ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাড়তি শুল্ক আরোপের পর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানিতে মোট শুল্ক ভার কত দাঁড়াবে? গত ৭ এপ্রিল জারি করা ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছিল, এই হার হবে এত দিন থাকা শুল্কহারের অতিরিক্ত। সোমবার ট্রাম্পের চিঠিতেও বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, এই শুল্ক সব খাতভিত্তিক শুল্কের অতিরিক্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশি পণ্যে যত শুল্ক আদায় করা হয়েছে, তা গড় করলে এই হার দাঁড়ায় ১৫ শতাংশের মতো। বাড়তি ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হলে মোট শুল্কহার দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। তার মানে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে ৫০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে।

জানতে চাইলে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্প্যারো গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হলে আমদানিকারকেরা ক্রয়াদেশ বাতিল করবে। এতে ছোট ছোট কারখানা বসে যাবে। অন্যদিকে বড় ব্র্যান্ডগুলোর অর্ধেক শুল্ক আমাদের দিতে হবে। সেটি হলে আমাদের বড় অঙ্কের লোকসানের মুখে পড়তে হবে।'

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বাজারে বাড়তি শুল্ক কার্যকর হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে সংকট তৈরি হতে পারে। এমন শঙ্কা প্রকাশ করে চট্টগ্রামের ডেনিম এক্সপার্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তাফিজ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, পাল্টা শুল্কের প্রভাবে ইইউর বাজারেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারণ, তখন অনেকে ইইউর ক্রয়াদেশ নিতে চাইবে। তাতে পোশাকের দাম কম দেওয়ার সুযোগ নিতে পারেন ইইউর ক্রেতারা।

দর-কষাকষিতে পিছিয়ে কেন

পাল্টা শুল্কারোপের পর সেই সিদ্ধান্ত তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে গত ৭ এপ্রিল ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। একই দিন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) রাষ্ট্রদূত জেমিসন গ্রিয়ারের কাছে চিঠি দেন। বাণিজ্য উপদেষ্টার ওই চিঠিতে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হয় এ রকম ১৯০টি পণ্যে কোনো শুল্ক নেই। আরও ১০০টি পণ্যকে শুল্কমুক্ত তালিকায় যুক্ত করার চিন্তা করা হচ্ছে। সেটি বাজেটে কার্যকরও করা হয়।

জানা যায়, ইউএসটিআরের সঙ্গে গত ২১ এপ্রিল ওয়াশিংটনে বৈঠক করে বাংলাদেশ। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ছয়টি বিষয় স্পষ্ট করে জানতে চাওয়া হয়। ৪ জুন চিঠি দিয়ে এসব বিষয় দেশটিকে স্পষ্ট করে জানানো হয়। তার এক সপ্তাহ পর একটি পাল্টা শুল্ক চুক্তির খসড়া করা হয়। ১৭ জুন সেটি নিয়ে অনলাইনে বৈঠক করা হয়েছে।

সর্বশেষ ৩ জুলাই ইউএসটিআরের সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বৈঠক শেষে বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান, বাংলাদেশের দিক থেকে কাঠামোগত ও শুল্কগতভাবে যত কিছু ছাড় দেওয়া সম্ভব, অর্থনীতির সক্ষমতা বিবেচনায় তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে।

বাসসের খবর অনুযায়ী, সচিবালয়ে গতকাল অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি এবং সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির দুটি পৃথক বৈঠক শেষে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতি কমাতে গম, সয়াবিন, বিমানসহ বিভিন্ন মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। দেশটি থেকে বাংলাদেশ আরও বোয়িং বিমান কিনবে। তুলা আমদানি বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশ সরকার খাদ্যশস্য ক্রয়েও যুক্তরাষ্ট্রকে গুরুত্ব দেবে। এসব বিষয়ে ছাড় দেওয়া বা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান আলোচনার মধ্যে ২ শতাংশীয় পয়েন্ট শুল্ক হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক বলে মন্তব্য করছেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'পাল্টা শুল্কের আলোচনায় বাংলাদেশ কতটুকু কৌশলী ও প্রস্তুতি নিয়েছিল, সেটি নিয়ে সন্দেহ আছে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া-পাওয়া আমরা বুঝতে পেরেছি কি না, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, ট্রাম্প রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পাল্টা শুল্ক বসিয়েছেন। ফলে পাল্টা শুল্ক কত হবে, তা নির্ধারণে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি রাজনীতিও কাজ করবে। ভিয়েতনাম সেভাবেই সাফল্য পেয়েছে।'

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

CamScanner

প্রথম আলো
0 8 JUL 2025

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি

অর্থবছর	রপ্তানি
২০২০-২১	৬৯৭
২০২১-২২	১,০৪২
২০২২-২৩	৮৫২
২০২৩-২৪	৭৬০
২০২৪-২৫	৮৬৯

* রপ্তানি সব হিসাব কোটি ডলারে
সূত্র : এনবিআর ও ইপিবি

যুক্তরাষ্ট্রে কোন পণ্যের রপ্তানি কত (২০২৪-২৫ অর্থবছর)

■ মোট রপ্তানিকারক : ২,৩৭৭ প্রতিষ্ঠান
■ তৈরি পোশাক : ১,৮২১ প্রতিষ্ঠান

খাত	রপ্তানি
তৈরি পোশাক	৭৫৮.৫০
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৩৮
হেডগিয়ার/ক্যাপ	২৬
হোম টেক্সটাইল	১৫
পরচুলা ও চুল	১২

শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান

১	রিফাত গার্মেন্টস	২৭.১৫
২	জি এ বি	১৮.০৩
৩	চিটাগাং এশিয়ান অ্যাপারেলস	১২.৬৫
৪	আয়েশা ক্লথিং	৯.৭৪
৫	ক্রাউন ওয়্যারস	৯.৭১

বিলিয়ন ডলার রপ্তানি বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে

২০২৪-২৫ অর্থবছর

সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে দেশটিতে এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে ৮৭৬ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের একক বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশটিতে ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই রপ্তানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ১০৯ কোটি ডলার বা ১৪ শতাংশ বেশি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের তথ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির এই চিত্র পাওয়া গেছে।

এবার যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরে রপ্তানি বৃদ্ধির হিসাবটি তুলনা করা যাক। দেশটিতে গত অর্থবছরে যে পরিমাণ রপ্তানি বেড়েছে, তা একই সময়ে ১৫৪টি দেশে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির সমান। তার মানে হলো, ১৫৪টি দেশে গত অর্থবছরে ১০৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ।

এমন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি আয়ের খবর পাওয়া গেছে, যখন দেশটি বাংলাদেশের পণ্যের ওপর নতুন করে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। দুই দেশের সঙ্গে আলোচনায় সমঝোতা না হলে আগামী ১ আগস্ট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ২০১টি দেশ ও অঞ্চলে মোট ৪ হাজার ৬৫৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানির প্রায় ১৯ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় ৭৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলারের। তৈরি পোশাক ছাড়া অন্যান্য পণ্য রপ্তানি হয়েছে ১১৭ কোটি ৪৭ লাখ ডলারের। অবশ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) রপ্তানির যে হিসাব দিয়েছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রে গত অর্থবছরে ৮৬৯ কোটি ডলারের রপ্তানির তথ্য রয়েছে। সংস্থাটির হিসাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল প্রায় ৭৬০ কোটি ডলার। এ হিসাবেও এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ১০৯ কোটি ডলারের রপ্তানি বেড়েছে।

সবচেয়ে বেশি বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রেই

মোট রপ্তানি মূল্যের হিসাবে সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি বেড়েছে জার্মানিতে। এনবিআরের হিসাবে, জার্মানিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৪৩ কোটি ডলার বেড়ে ৫৩২ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। দেশটিতে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ। তৃতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি বেড়েছে নেদারল্যান্ডসে। দেশটিতে গত অর্থবছরে রপ্তানি ৪২ কোটি ডলার বেড়ে ২৩৬ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ২০১টি দেশ ও অঞ্চলে পণ্য রপ্তানি হলেও বিলিয়ন ডলারের বাজার মূলত ১২টি। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বাকি ১১টি দেশ হলো জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, হল্যান্ড, ভারত, ইতালি, কানাডা, জাপান ও ডেনমার্ক।

তৈরি পোশাকের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক প্যাসিফিক জিনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর *প্রথম আলোকে* বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজার বড়। এই বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কারণে এই বড় বাজার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ জন্য এখন সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালানো উচিত, যাতে অন্তত ভিয়েতনামসহ প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে শুল্কহার আমাদের বেশি না হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ রপ্তানিকারক কারা

যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারে রপ্তানির জন্য দেশীয় রপ্তানিকারকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা আছে। এনবিআরের হিসাবে, গত অর্থবছরে দেশটিতে ২ হাজার ৩৭৭টি প্রতিষ্ঠান পণ্য রপ্তানি করেছে। অর্থবছর শেষে দেখা যায়, দেশটিতে রপ্তানিতে শীর্ষে রয়েছে আশুলিয়ায় অবস্থিত রিফাত গার্মেন্টস। হা-মীম গ্রুপের এই কারখানা থেকে গত অর্থবছর যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ২৭ কোটি ১৫ লাখ ডলারের পণ্য। হা-মীম গ্রুপের মোট রপ্তানির সিংহভাগের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র।

দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আশুলিয়ার আরেক প্রতিষ্ঠান জিএবি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানি করেছে ১৮ কোটি ডলারের পণ্য। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদের এশিয়ান ডাফ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান চিটাগং এশিয়ান অ্যাপারেলস লিমিটেড।

যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির শীর্ষ তালিকার পাঁচটি প্রতিষ্ঠানই তৈরি পোশাকের। তৈরি পোশাক ছাড়াও শীর্ষে দশে জায়গা করে নিয়েছে দুটি প্রতিষ্ঠান। এই দুটি হলো নীলফামারী সদরের উত্তরা ইপিজেডের প্রতিষ্ঠান এভারগ্রিন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি।

ঢাকা

প্রথম আলো

08 JUL 2025

৩৫% শুল্ক বহাল থাকলে রপ্তানি ও বিনিয়োগ ঝুঁকিতে পড়বে

শরীফ জহীর, *ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), অনন্ত গ্রুপ*

শরীফ জহীর

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপের পর প্রথম দুই মাস বলতে গেলে আমরা একপ্রকার নষ্টই করেছি। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলাফল কী, আমরা অংশীজনেরা কেউ তা জানতে পারিনি। এরপর যুক্তরাষ্ট্র চুক্তির একটা খসড়া কাঠামো (অ্যাগ্রিমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক) বানাল, যেখানে শূন্য শুল্ক থেকে শুরু করে শ্রম আইন—সবই রয়েছে।

গত এপ্রিলে শুল্কারোপের ঘোষণার পর থেকে আমরা শুনে আসছি যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা মোটামুটি আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থের অনুকূলেই হচ্ছে। কিছু বিষয়ে আপত্তির কথাও শুনেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হলো। আমরা মনে করি, এটা সরকারের বড় ধরনের ব্যর্থতা। যাঁরা দর-কষাকষির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের তো বাণিজ্যকাঠামো ও ইতিহাস সম্পর্কে ভালো জানা থাকতে হবে। সেটি আমরা দেখিনি।

যাহোক, আমরা শিল্প খাত থেকে বারবার বলে আসছি যে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রধান রপ্তানি গন্তব্য। ফলে তারা যেসব শর্ত দেয়, সেগুলো আমরা মেনে নিয়ে কেন সামনে এগোচ্ছি না? যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের শর্ত মানতে আমাদের অসুবিধা কোথায়?

ভিয়েতনাম ইতিমধ্যে দর-কষাকষি করে পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। ভারত ও পাকিস্তানের নতুন শুল্ক এখনো ঘোষণা হয়নি। কিন্তু তারা যদি ১০ শতাংশের কাছাকাছি শুল্ক নামিয়ে আনতে পারে, তখন আমরা কীভাবে ব্যবসা ধরে রাখব জানি না। কোনো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারব না আমরা।

এদিকে বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে চায় ইউরোপের কোম্পানিগুলো। ফলে আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানির মূল প্রবৃদ্ধিটা আসছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ অবস্থায় ৩৫ শতাংশ শুল্ক বহাল থাকলে আমাদের ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমার মনে হয়, শুল্ক আলোচনায় সুবিধা করতে না পেরে আমরা বড় সুযোগ হারাচ্ছি। বিপরীতভাবে দেখলে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনুকূল শুল্ককাঠামোতে যেতে পারলে রপ্তানির পাশাপাশি দেশে বিনিয়োগও বাড়ত। আমরা যদি পাল্টা শুল্ক ১০ শতাংশে নামিয়ে আনতে পারি, তবে দেখবেন হুড়মুড় করে চীন থেকে লোকজন (ব্যবসা) এখানে চলে আসবে। আর যদি শুল্ক কমাতে না পারি, তবে একই সঙ্গে আমরা রপ্তানি, বিদেশি বিনিয়োগ—সবকিছুতেই ঝুঁকিতে পড়ব।

সার্বিক বিবেচনায় বলব, আমাদের চোখ বুজে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতায় যাওয়া উচিত হবে। ট্রাম্পের আরও তিন বছর মেয়াদ আছে। ফলে এটাকে (বাণিজ্য সমঝোতা) ইতিবাচক হিসেবে নেওয়া উচিত।

প্রথম আলো

08 JUL 2025

পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে ২য় বাংলাদেশ

ডব্লিউটিওর প্রতিবেদন

গত বছর চীন তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের। আর বাংলাদেশ রপ্তানি করে সাড়ে ৩৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশি-বিদেশি চ্যালেঞ্জের মধ্যে একক দেশ হিসেবে গত বছরও বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। যদিও বাজার হিস্যা দশমিক ৪৮ শতাংশীয় পয়েন্ট কমে গেছে। বাংলাদেশের পর তৃতীয় অবস্থানে আছে ভিয়েতনাম। আর শীর্ষ অবস্থানে আছে বরাবরের মতো চীন। যদিও চীনের বাজার হিস্যা ২ শতাংশীয় পয়েন্ট কমেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস: কি ইনসাইটস অ্যান্ড ট্রেন্ডস ইন ২০২৪' শীর্ষক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। চলতি মাসে এটি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর বৈশ্বিক পণ্য ও সেবা বাণিজ্য ৪ শতাংশ বেড়ে ৩১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন (প্রতি ট্রিলিয়নে এক লাখ কোটি) মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা তার আগের বছর (২০২৩ সাল) ২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। গত বছর বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্য ২ শতাংশ এবং সেবা খাতের ব্যবসা বেড়েছে ৯ শতাংশ। এ ছাড়া বৈশ্বিক বাণিজ্যে সেবা খাতের হিস্যা বেড়ে হয়েছে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ, যা ২০০৫ সালের পর সর্বোচ্চ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর (২০২৪ সাল) বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ৫৫৭ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলারের (১০০০ হাজার বিলিয়নে এক ট্রিলিয়ন) তৈরি পোশাক আমদানি করে। এতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ শতাংশ। ২০২৩ সালে বিভিন্ন দেশ তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল ৫২০ বিলিয়ন ডলারের।

ডব্লিউটিওর প্রতিবেদন অনুযায়ী, টানা দুই বছর ধরে (২০২৩ ও ২০২৪ সাল) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৩৮ বিলিয়ন ডলারের ঘরে আছে। গত বছর রপ্তানি হয়েছে ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দশমিক ২১ শতাংশ। রপ্তানিতে সামান্য প্রবৃদ্ধি থাকলেও বাজার হিস্যা কমে গেছে বাংলাদেশের। ২০২৩ সালে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের বাজার হিস্যা ছিল ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ। গত বছর সেটি কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান প্রথম আলোকে বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমতে পারে। অন্যদিকে এই বাজারে ভিয়েতনামের রপ্তানি বাড়তে পারে। এতে করে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের রপ্তানি কাছাকাছি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারপরও এই বছর দ্বিতীয় শীর্ষ স্থান ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করছি।'

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সঙ্গে গত বছর দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়। এতে করে আমদানি-রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে আশুলিয়ার মতো বড় শিল্পাঞ্চলের বেশ কিছু কারখানায় কয়েক সপ্তাহ উৎপাদন বন্ধ ছিল। এ ছাড়া গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটেও ভুগেছে এই শিল্প খাত।

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির হিসাব নিয়ে গরমিল আছে। গত বছরের জুলাইয়ে সেটি প্রথম সামনে আসে। তখন বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছিল, পণ্য রপ্তানি বেশি দেখাচ্ছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। পরে সেটি সংশোধন করে ইপিবি। তবে ২০২২ সালে ডব্লিউটিওর হিসাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৪৫ বিলিয়ন ডলার দেখানো হয়েছিল। যদিও প্রকৃত রপ্তানি আরও কম হয়েছিল। তখন সব মিলিয়ে তিন অর্থবছরের ৩৪ মাসে এনবিআরের চেয়ে ২ হাজার ২৬১ কোটি ডলারের রপ্তানি বেশি দেখিয়েছিল ইপিবি। ফলে ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ডব্লিউটিওর হিসাবে প্রকৃত চিত্র উঠে এসেছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

এদিকে করোনার আগে থেকে চীনের রপ্তানি কমলেও বিশ্ববাজারে এখনো দেশটি শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। গত বছর (২০২৪ সাল) চীন ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রবৃদ্ধি মাত্র দশমিক ৩০ শতাংশ। ২০১৭ সালে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের বাজার হিস্যা ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ। গত বছর সেটি কমে হয়েছে ২৯ দশমিক ৬৪ শতাংশে।

একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৃতীয় শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম। ২০২০ সালে দেশটি বাংলাদেশকে টপকে দ্বিতীয় শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়েছিল। অবশ্য এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ আবার দ্বিতীয় শীর্ষ স্থান পুনরুদ্ধার করে। গত বছর ভিয়েতনাম ৩৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া তাদের বাজার হিস্যাও কিছুটা বেড়ে ৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে।

অন্য দেশের কী অবস্থান

ডব্লিউটিওর প্রতিবেদন অনুযায়ী, একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে তুরস্ক ও ভারত। গত বছর তুরস্ক ১৮ বিলিয়ন ও ভারত ১৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। ২০২৩ সালের তুলনায় গত বছর তুরস্কের রপ্তানি ৪ শতাংশ কমলেও ভারতের বেড়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। আর বাজার হিস্যা তুরস্কের ৩ দশমিক ২১ শতাংশ এবং ভারতের ২ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

বৈশ্বিক তৈরি পোশাক রপ্তানিতে একক দেশ হিসেবে ষষ্ঠ থেকে নবম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর কম্বোডিয়া ১০ বিলিয়ন, পাকিস্তান ৯ বিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়া ৯ বিলিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র ৭ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে।

বিশ্ববাজারে শীর্ষ ৫ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ

দেশ	২০২৩	২০২৪	বাজার হিস্যা
চীন	১৬৫	১৬৫	২৯.৬৪%
বাংলাদেশ	৩৮	৩৮	৬.৯০%
ভিয়েতনাম	৩১	৩৪	৬.০৯%
তুরস্ক	১৯	১৮	৩.২১%
ভারত	১৫	১৬	২.৯৪%

সূত্র : ডব্লিউটিও *হিসাব বিলিয়ন ডলার

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো

0[illegible] JUL 2025

অর্থ উপদেষ্টা বললেন

যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত শুল্ক চূড়ান্ত নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সালেহউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত শুল্ক চূড়ান্ত নয় বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ওয়ান টু ওয়ান নিগোসিয়েশনের মাধ্যমে এটা ঠিক হবে। এ লক্ষ্যে আজ ৯ জুলাই ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের (ইউএসটিআর) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের বৈঠক হবে।

বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে গতকাল বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে চিঠি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর এ নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'ওখানে (যুক্তরাষ্ট্রে) আমাদের বাণিজ্য উপদেষ্টা আছেন। উনি তিন দিন আগে গেছেন। গতকাল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দল গেছে। ৮ তারিখে মিটিং। ওদের ৮ তারিখ মানে আজ বুধবার ভোরবেলা। মিটিংয়ের পর আমরা বুঝতে পারব।' তিনি বলেন, 'ইউএসটিআরের সঙ্গে আলাপ করবেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। ওই বৈঠকের পর আপনারা বুঝতে পারবেন।'

বৈঠকে পরিস্থিতির কি কোনো উন্নতি হওয়ার আশা করা যায়? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা আশা করি। যাই হোক, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্য পদক্ষেপগুলো নেব।'

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'এটা ঠিক যে আমাদের ঘাটতি মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলার। ভিয়েতনামের ১২৫ বিলিয়ন ডলার। ওখানে কিন্তু ওরা মোটামুটি ছাড় দিতে পারে। কিন্তু আমাদের এত কম বাণিজ্যঘাটতি, তাই এত শুল্ক দেওয়ার তো ন্যায্যতা থাকে না।'

ঢাকা।

প্রথম আলো
08 JUL 2025

শুল্কহার বাড়ল, নড়েচড়ে বসেছে সব দেশ

ট্রাম্পের নতুন পাল্টা শুল্ক

চিঠিতে ট্রাম্প স্পষ্ট করে বলেছেন, যদি কোনো দেশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর আরও বেশি শুল্ক বসাবে।

- বেশির ভাগ দেশের ক্ষেত্রেই শুল্কহার কিছুটা কমানো হয়েছে।
- বাড়ানো হয়েছে কেবল মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে।
- অনেকের ক্ষেত্রে শুল্কহার অপরিবর্তিত আছে।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

গত ৯ জুলাই শুল্ক-যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হলে কী হবে, তা নিয়ে বেশ কদিন থেকেই জল্পনা-কল্পনা ছিল। ট্রাম্প নিজেই তার অবসান ঘটালেন। গত সোমবার ১৪টি দেশকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করতে চাইলে কী হারে শুল্ক দিতে হবে।

এ ঘোষণার পর ট্রাম্প জানান, তিনি এই সিদ্ধান্তে অনড় থাকবেন, যদিও শতভাগ অনড় থাকবেন না, সে কথাও বলেছেন। সোমবারের এ ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে, গত ২ এপ্রিলের ঘোষিত শুল্কের চেয়ে এবার কিছুটা কমেছে। যাদের ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, তারাও বসে নেই। সবাই আগে থেকেই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন নতুন করে আবার আলোচনা করবে তারা। খবর সিএনএন।

দেখা যাচ্ছে, সোমবারের ঘোষণায় বাংলাদেশের পণ্যে ৩৫ শতাংশ, বসনিয়া হার্জেগোভিনার পণ্যে ৩০ শতাংশ, কম্বোডিয়ার পণ্যে ৩৬ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ৩২ শতাংশ, জাপানের পণ্যে ২৫ শতাংশ, কাজাখস্তানের পণ্যে ২৫ শতাংশ, লাওসের ৪০ শতাংশ, মালয়েশিয়ার ২৫ শতাংশ, মিয়ানমারের ৪১ শতাংশ, সার্বিয়ায় ৩৫ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকার ৩০ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ার ২৫ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ৩৬ শতাংশ ও তিউনিসিয়ার পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

এপ্রিলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ দেশের ক্ষেত্রেই শুল্কহার কিছুটা কমানো হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে কেবল মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে শুল্কহার অপরিবর্তিত আছে।

এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের মূল প্রতিযোগী দেশ নেই। বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে চীন ও ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোগত চুক্তি হয়েছে আরও আগেই। ভিয়েতনামের পণ্যে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। চীনের শুল্কহার এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

চিঠিতে ট্রাম্প স্পষ্ট করে বলেছেন, যদি কোনো দেশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর আরও বেশি শুল্ক বসাবে। এসব শুল্কহারের সঙ্গে খাতভিত্তিক শুল্ক আলাদা থাকবে, যেমন গাড়ির ওপর ২৫ শতাংশ যে শুল্ক আছে, তার সঙ্গে নতুন শুল্ক যোগ হবে না, এটি হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে। ভবিষ্যতে অন্য খাতে আলাদা শুল্ক এলেও তার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বারবার শুল্ক আরোপের হুমকি দিলেও তাদের উদ্দেশে চিঠি পাঠানো হয়নি বলে ইউরোপীয় কমিশনের মুখপাত্র ওলোফ গিল বলেন, 'যে চিঠি আমরা এখনো হাতে পাইনি, তা নিয়ে মন্তব্য করব না।'

আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস জানান, 'আমার ধারণা, এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর মধ্যে পারস্পরিকভাবে লাভজনক সমঝোতা চূড়ান্ত করতে ১ আগস্ট পর্যন্ত স্থিতাবস্থার মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে।'

যেসব দেশ চিঠি পেয়েছে, তারা সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা গতকাল মঙ্গলবার সকালে মন্ত্রিসভার টাস্কফোর্স বৈঠকে বসেন। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ ও শুল্কহার বাড়ানোর ঘোষণায় জাপান দুঃখ প্রকাশ করছে। তিনি বলেন, উভয় দেশের জন্য লাভজনক দ্বিপক্ষীয় চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, তারা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। তবে বাজারে অতি অস্থিরতা দেখা দিলে সরকার 'তাৎক্ষণিকভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে'। যদিও কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা খোলাসা করা হয়নি।

থাইল্যান্ড এখনো ৩৬ শতাংশ শুল্কের সম্মুখীন। তবে দেশটির অর্থমন্ত্রী পিচাই চুনহাভাজিরা বলেন, শুল্কের হার আরও প্রতিযোগিতামূলক করা যাবে; এ নিয়ে আলোচনা সম্ভব। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

মালয়েশিয়া জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'সুষম ও পারস্পরিক লাভজনক' চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা বলেন, 'কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে'। একই সঙ্গে তিনি দেশীয় উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় বাজার গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন। রামাফোসার ভাষায়, দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে 'ভুল বাণিজ্য তথ্যের ভিত্তিতে'।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, যে ১৪টি দেশকে সোমবার চিঠি পাঠানো হয়েছে, তাদের কাছ থেকে গত বছর ৪৬৫ বিলিয়ন বা ৪৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ২৮০ বিলিয়ন বা ২৮ হাজার কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়েছে।

এই শুল্ক বৃদ্ধি সরাসরি মার্কিন ভোক্তাদের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান থেকে আমদানি করা শীর্ষ পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে গাড়ি, গাড়ির যন্ত্রাংশ, চিপস, ওষুধ ও যন্ত্রপাতি। এর অনেকগুলোর ওপর ট্রাম্প এরই মধ্যে শুল্ক আরোপ করেছেন বা করতে যাচ্ছেন।

এপ্রিল মাসে জাপানকে ২৪ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। এখন উভয়ের জন্যই ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের রপ্তানির পরিমাণ তুলনামূলক কম হলেও তারা অনেক সময় নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের প্রধান সরবরাহকারী।

দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্লাটিনামের প্রধান উৎস। গত বছর আমদানি করা প্লাটিনামের প্রায় অর্ধেকই এসেছে সেখান থেকে। তাদের পণ্যে ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম চিপ সরবরাহকারী। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ১৮ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৮০০ ডলারের চিপ আমদানি করেছে মালয়েশিয়া থেকে। কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো ট্রাম্পের চিঠিতে ৩৬ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই হার এপ্রিলের হারের চেয়ে ১৩ শতাংশীয় পয়েন্ট কম।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

0 8 JUL 2025

বাংলাদেশী পণ্যে ৩৫% শুল্ক আরোপ নিয়ে আজ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

উচ্চহারের শুল্ক তিন মাস স্থগিতের মধ্যেই বাংলাদেশী পণ্যে ৩৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন শুল্কহার ঘোষণা করে তিনি বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশকে সোমবার চিঠি দিয়েছেন।

বাংলাদেশের পণ্যের ওপর এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কহার ছিল গড়ে ১৫ শতাংশ, এখন নতুন করে আরোপিত ৩৫ শতাংশ যুক্ত হলে এটি ৫০ শতাংশে দাঁড়াবে। আর তাতে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত। কেননা যুক্তরাষ্ট্রই বাংলাদেশী পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার।

নতুন করে আরোপিত শুল্কহারকে মাথায় নিয়েই আজ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠক করবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দল। বাংলাদেশের পক্ষে এ বৈঠকে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান নেতৃত্ব দেবেন। প্রতিনিধি দলটি এরই মধ্যে সেখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেছে।

হোয়াটসঅ্যাপে গতকাল যোগাযোগ করা হলে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বণিক বার্তাকে বলেন, 'চুক্তি নিয়ে দরকষাকষির আলোচনায় বিষয় শুধুই শুল্ক না। শুল্কের বিষয়টি সমাধানযোগ্য সমস্যা। ট্যারিফ বা শুল্কের বাইরে বাণিজ্যের বিষয়গুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সব ইস্যু নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। সেখানে ভালো কিছু আশা করছে বাংলাদেশ।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর গত ২ এপ্রিল শতাধিক দেশের ওপর উচ্চহারে পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) আরোপের ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের ওপর বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা আসে। এ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে সম্পূরক শুল্ক পুনর্বিবেচনা করতে ট্রাম্পকে গত ৭ এপ্রিল চিঠি পাঠান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেয়ার কথা তুলে ধরে শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত তিন মাস স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন তিনি।

বাংলাদেশের মতো অনেক দেশই শুল্ক কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেনদরবার শুরু করে। কোনো কোনো দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্কহার শূন্যের ঘরে নামিয়ে আনার ঘোষণা দেয়। এর এক সপ্তাহের মাথায় গত ৯ এপ্রিল বাড়তি শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিতের ঘোষণা দেন ট্রাম্প, যার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আজ। তবে তার দুইদিন আগেই গত সোমবার বাংলাদেশী পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। চিঠিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো বাংলাদেশী সব পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। আর এ শুল্ক বর্তমানে খাতভিত্তিক যে শুল্ক দেয়া হয়, তার অতিরিক্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে। ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে পণ্য পাঠানো হলে সেখানেও এ শুল্ক প্রযোজ্য হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, 'এ চিঠি পাঠানো আমার জন্য এক সম্মানের বিষয়। কারণ এটি আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের দৃঢ়তা এবং প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। বাংলাদেশের সঙ্গে

বণিক বার্তা

08 JUL 2025

উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। তবে আমরা এখন আরো ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায্য বাণিজ্যের ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে চাই।'

বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো যদি যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য উৎপাদন বা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে কোনো শুল্ক দিতে হবে না বলে চিঠিতে জানান ট্রাম্প। এ বিষয়ে তিনি লেখেন, 'সেক্ষেত্রে দ্রুত, পেশাদারত্বের সঙ্গে তাদের অনুমোদন দিতে আমরা সবকিছু করব, যা হয়তো কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই করা হবে।'

বাংলাদেশ পাল্টা শুল্ক বাড়ালে অতিরিক্ত আরো শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারিও চিঠিতে দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, 'কোনো কারণে বাংলাদেশ যদি শুল্কহার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমরা একই হারে পাল্টা শুল্ক আরোপ করব।'

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য ঘাটতি, বাংলাদেশের অনেক বছরের শুল্ক ও অশুল্ক নীতি এবং নানা রকমের বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে উল্লেখ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এ ঘাটতি তাদের অর্থনীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি বলে জানান।

এদিকে ৩৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ নিয়ে ট্রাম্পের চিঠির বিষয়ে গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। সচিবালয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট নতুন করে একটি চিঠি দিয়েছেন, যেখানে বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু সেটির কার্যকারিতা দেয়া হয়েছে ১ আগস্ট থেকে। এর সঙ্গে তারা আগের ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের যে খসড়া পাঠিয়েছিল, তার ওপর আমাদের রেসপন্স পাঠিয়েছি। সেটার ওপর আমাদের কয়েক দফা মিটিং হয়েছে। ভার্চুয়ালি আমি সব মিটিংয়েই যুক্ত ছিলাম। আমাদের উপদেষ্টা ওখানে আছেন। আমাদের সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ছিলেন মিটিংগুলোয়।'

নতুন করে শুল্ক আরোপের বিষয়ে মূলত আজ ও আগামীকাল মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হবে বলে জানান বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। এসব বৈঠকে অংশ নিতে তিনিও যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন বলে গতকাল জানান। তিনি বলেন, 'আলোচনার দরজা যেহেতু খোলা আছে, কাজেই কিছু একটা আউটকাম তো আমরা আশা করতেই পারি। আমরা তো চাই আমাদের ওপর রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ না থাকুক এবং অন্য যে শর্তগুলো দেয়া হয়েছে, সেগুলোও শিথিল করা হোক।'

শুল্ক হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরকার বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর পরিকল্পনা করছে বলে জানান বাণিজ্য সচিব। এরই অংশ হিসেবে সরকারি খাতে ফ্লুট ড্রিংক কেনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেয়া হবে বলেও তিনি জানান। মাহবুবুর রহমান বলেন, 'উড়োজাহাজ ও সামরিক যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রকে গুরুত্ব দেয়া হবে।'

আলোচনায় সরকারের কী কী যুক্তি থাকবে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, 'প্রথমত শুল্ক কমানো এবং দ্বিতীয়ত আমাদের ট্রেড রিলেটেড যে ইস্যুগুলো আছে, সেগুলোয় যেন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে না পড়ি। বাংলাদেশের জন্য প্রধান বিবেচ্য হলো আমাদের বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের এক্সিস্টিং বাণিজ্য রক্ষা করা। আমাদের কাছে তারা কিছু জিনিস চেয়েছে, সেটা হলো শুল্ক কমানো। পর্যায়ক্রমে শুল্ক, ভ্যাট, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি, রেগুলেটরি ডিউটি—এগুলো যেন আমরা কমাই। সে ধরনের প্রস্তাব তারা করেছে। আমরা এনবিআরের সঙ্গে আলোচনা করার পর সরকারের অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।'

কীভাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে বাণিজ্য বাড়াবেন—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে বাণিজ্য সচিব বলেন, 'বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য তারা যদি কিছু শুল্ক ছাড় দেয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে বাণিজ্যিক ট্রেডের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু সরকারি ট্রেড বাড়ানোর জন্য আমরা ফ্যাসিলিটি দেব। আপনারা জানেন, আমাদের বিমান বহরের প্রায় সব এয়ারক্রাফট বোয়িং। আমাদের বিমানের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা আছে সেটাও বোয়িং। কাজেই বোয়িং ফ্লাইট কেনার জন্য আমাদের কিছু আদেশ দেয়ার কথা রয়েছে শিগগিরই। আমরা সেভাবে নেগোসিয়েশন করেছি বোয়িংয়ের সঙ্গে। এছাড়া তুলা আমদানিকে আমরা প্রমোট করব। আপনারা জানেন যে তুলার ওপর এমনিতেই শূন্য শুল্ক। কিন্তু সেখানে আমেরিকান তুলা আমদানি যাতে বেশি হয় সে জন্য কিছু ফ্যাসিলিটি এখানে তৈরি করে দেব। আমাদের মিলিটারি ইকুইপমেন্টের একটা বড় অংশও আমেরিকা থেকে কেনা হয়। সেসব ক্ষেত্রও আমাদের বিবেচনায় আছে।'

মিলিটারি ইকুইপমেন্ট বলতে কী অস্ত্র বোঝাচ্ছেন—এমন প্রশ্নে মাহবুবুর রহমান বলেন, 'মিলিটারি হার্ডওয়্যার বলতে যেটা বুঝায়, সেটা হলো আমাদের ভিকেলগুলো, আর্মিভিকেল, আদার্স। আমাদের যা যা সংগ্রহ করা হয়, এর বেশির ভাগ আমেরিকা থেকে করা হয়। ওখানে তাদের দিক থেকে কোনো চাপ নেই। তারা বলেছে, যখন কেনা হবে, আমরা যেন তাদের গুরুত্ব দেই। অন্যান্য মেশিনারিজের ক্ষেত্রেও সে কথা তারা বলেছে। তাতে সম্মত হতে আমাদের অসুবিধা নেই।'

ভিয়েতনাম আলোচনার মাধ্যমে ২৬ শতাংশ শুল্ক কমিয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে খুব বেশি তৎপরতা দেখা যায়নি। সাংবাদিকের পক্ষ থেকে এমন কথা বলা হলে বাণিজ্য সচিব বলেন, 'তৎপরতায় পার্থক্যটা আমরা মনে করি না। যেদিন থেকে পাল্টা শুল্ক এম্পোজ হয়েছে, তারপর আমাদের প্রধান উপদেষ্টা, বাণিজ্য উপদেষ্টাসহ আমি চিঠি দিয়েছি। আমরা প্রায় পাঁচ দফা মিটিং করেছি। এরপর তারা যে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট খসড়া পাঠিয়েছে, সেগুলোর ওপর চার দফায় আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট পাঠিয়েছি, সেগুলোর ওপর নেগোসিয়েশন করেছি। এছাড়া ই-মেইল যোগাযোগ বা টেলিফোন যোগাযোগে এগুলো চলছে। কাজেই আমরা একদম ফুলটাইম এনগেজড ছিলাম গত ২ এপ্রিল থেকে। আমরা যথেষ্ট তৎপর।'

নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে শুল্ক কমাতে না পারলে দেশের আমদানি-রফতানির ওপর চাপ আসবে কিনা? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, 'প্রেশার হবে, সেটা তো সবাই বোঝে। সেটা যাতে না হয় এজন্য আমরা যাচ্ছি আলোচনা করতে। আশা করছি ভালো কিছুই পাব। এক মাস হাতে রেখে আজ (মঙ্গলবার) ডকুমেন্ট হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। নেগোসিয়েশনের ডেট দেয়া হয়েছে, যেটা তাদের পক্ষ থেকেই দেয়া। তার মানে নেগোসিয়েশনের দরজা খোলা রয়েছে।'

এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হলেও ট্রাম্প ঘোষিত ৩৫ শতাংশ শুল্কের চিঠির পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন উৎপাদনমুখী শিল্প ও পোশাক খাতসংশ্লিষ্টরা। এ বিষয়ে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ বণিক বার্তাকে বলেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কিছুই শেয়ার করা হচ্ছে না। এখনো বলা হচ্ছে, আমরা আলোচনা করছি। এপ্রিলেই আমি বাণিজ্য উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে বসেছিলাম। ওনাদেরকে এক্সপ্লেইন করা হয়, যে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো বিল বা ঘোষণা এলে লবিস্ট নিয়োগের চর্চা রয়েছে। কারণ আমরা কী চাই তা সেই লবিস্ট যেভাবে মার্কিন প্রশাসনকে বোঝাতে পারবে সেটা আমরা পারব না। যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যবস্থাতেই কাজে অভ্যস্ত। দরকার হলে বিজিএমইএ-বিকেএমইএ অর্থায়ন করবে বলেও জানানো হয়। যা-ই হোক এ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্য সচিব ইউএসটিআরের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। এখন আমরা দেখছি, ফলাফল কিছুই নেই।'

ব্যবসায়ীরা এখনো আশাবাদী উল্লেখ করে আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, 'সরকারের দরকষাকষির পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই শক্তিশালী কোনো ক্ষেত্র রয়েছে। দেশটিতে এ মুহূর্তে আমাদের উপদেষ্টারা অবস্থান করছেন। অন্যান্য দেশ কী করেছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ইন্দোনেশিয়ার ১৬ জন ব্যবসায়ী নেতা যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন দরকষাকষির প্রক্রিয়ায়। আমাদেরকে এখন আরো শক্তিশালীভাবে কাজ করতে হবে। ভিয়েতনাম শুল্ক আরোপের আগেই কাজ শুরু করেছে। দেশটি ধারাবাহিকভাবে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত রেখেছিল নিজেদের। আমাদেরও আরো অনেক শক্তিশালী পারস্যুয়েশন প্রয়োজন ছিল। আমরা হয়তো ধরে নিয়েছিলাম, আমাদের কিছুই হবে না। এমন ভাবাটা ভুল হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এখনো বলছে তারা দরকষাকষি করবে। সেটার জন্য আমাদের যে প্রস্তুতি থাকতে হবে, তা না হলে এ পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসাটা কঠিন।' এ কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান এ ব্যবসায়ী নেতা।

অর্থমূল্য বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্য রফতানির ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক। এ খাতের উদ্যোক্তারাও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষিতে ইতিবাচক ফলাফল আশা করছেন। পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'নতুন ঘোষণার প্রভাব অবধারিতভাবে নেতিবাচক। পোশাক খাতের মোট রফতানির ২০ শতাংশের জন্য আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। ভারত, ভিয়েতনাম, পাকিস্তানের মতো দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে গেলেই রফতানিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতায় প্রভাব পড়বে। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে গেলে ওই দেশগুলো থেকেই পোশাক কিনবে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ থেকে তারা সরে যাবে। পুরোটা না হলেও একটা বড় অংশ সরে যাবে। যে কারখানার অধিকাংশ উৎপাদন সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রয়াদেশের ওপর নির্ভরশীল তারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সহনশীলতা ভেদে কারখানা বসে যাবে। কারখানা উদ্যোক্তা অন্য বাজারের দিকে ধাবিত হলে সেখানেও তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। এতে করে সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হয়ে চাহিদার চেয়ে সরবরাহ বেড়ে যাবে আর পণ্যের দাম কমিয়ে দেবেন ক্রেতারা। এটাই হচ্ছে প্রভাব, যা আমাদের জন্য বড় ধরনের আঘাত বা ধাক্কা।'

The Daily Star

08 JUL 2025

Bangladesh retains 2nd spot in global apparel exports

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh maintained its position as the world's second-largest apparel exporter in 2024, behind only China, according to World Trade Organization (WTO) data.

The nation exported garments worth $38.48 billion last year, marking a slight increase of 0.21 percent year-on-year. This export value represented 6.90 percent of the total global market, which stood at $557.50 billion in 2024. A year earlier, Bangladesh's market share in apparel was 7.38 percent.

IPDC ডিপোজিট | ১৬৫১৯

The WTO data shows that China remained the largest apparel exporter in 2024, capturing 29.64 percent of the total market. It exported apparel items valued at $165.24 billion, a 0.30 percent year-on-year increase. However, China's market share declined, as had happened in the case of Bangladesh. Its share in garment exports was 31.64 percent in 2023.

Vietnam registered higher export growth than both China and Bangladesh, even though it was the third-largest garment exporter in 2024. It exported garment items worth $33.94 billion, an increase of 9.34 percent year-on-year, the data showed. Vietnam's apparel export share rose to 6.09 percent in 2024 from 5.96 percent a year earlier.

Turkey secured the fourth position, followed by India, Cambodia, and Pakistan. Indonesia was the eighth-largest garment exporter, while the US secured the ninth position, according to WTO data.

US secured the ninth position, according to WTO data.

Anwar-Ul-Alam Chowdhury, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said export growth had been good so far. But growth may turn unsustainable for Bangladesh due to a recent hike in US tariffs from around 16 percent to 35 percent, he said.

"The country's business environment also needs significant improvements to attract new investment and enable existing factories to continue production for higher export earnings," he added.

The supply of energy, such as gas and electricity, needs to be improved so that factories can run at full capacity, which in turn boosts efficiency and enhances competitiveness in the global value chain, Chowdhury said.

"The government should provide more incentives to the garment sector so that it can become more competitive globally," he said.

"Other countries, such as China, India, and Vietnam, have been performing well as their governments support their industries," he added.

Chowdhury also said Bangladesh should appoint strong lobbyists to influence US tariff policy.

Local exporters have been investing in garments made from man-made fibres (MMF) to obtain better prices from international clothing retailers and brands, they said.

"If Bangladesh can export more value-added, high-end garment items, it can obtain better prices alongside a bigger market share," they added.

They noted that the market shares of both Bangladesh and China have been shrinking gradually, while those of Vietnam and India have been increasing in recent years.

"The Indian government provides various incentives for exports, while Vietnam has attracted substantial Chinese investment in its garment sector," exporters said.

"This has led to increases in their exports to prime markets such as the European Union and the US," they added.

"Market diversification is also needed to sustain export growth," they said.

The Financial Express

08 JUL 2025

Bangladesh's LDC graduation: risks & readines

Trade Dividends, Investment Climate, and Competitiveness

The path ahead will require astute policymaking, economic inclusiveness, and collaboration in the public, private, and international sectors

argues

Serajul I Bhuiyan

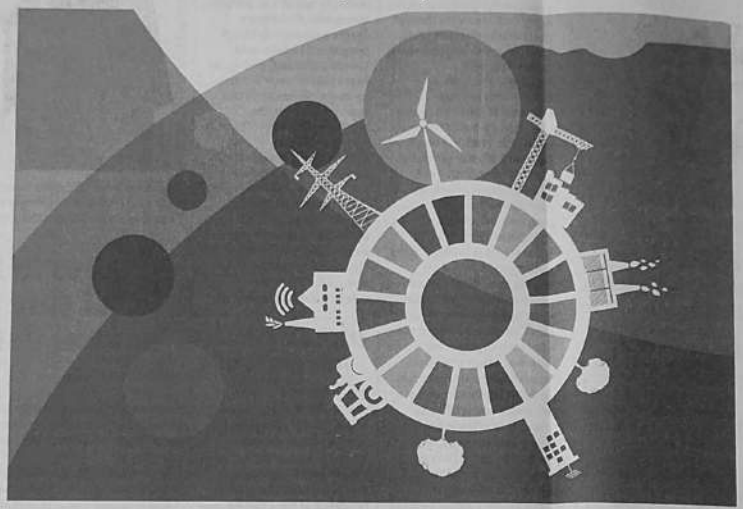

Bangladesh is at a landmark in the nation's life—one of jubilation and an invitation to strategic contemplation. Bangladesh. With its anticipated graduation from the United Nations' List of Least Developed Countries (LDCs) by 2026, the nation is poised to turn a new page in its development history. The graduation is a strong indication of Bangladesh's progress in achieving phenomenal success in poverty reduction, improvements in health and education, increased per capita income, and macroeconomic stability.

But with this latter benchmark comes also a set of structural and economic problems. Graduation means the end of some of the world's special treatment—above all, access to the world's markets duty-free and concessionary lending and technical assistance—on which the country's export-led success and infrastructure growth have relied all these years. For a nation that still lags in addressing chronic inequality, climate vulnerability, and productivity disparities, the post-graduation phase must be met with a different agenda and policymaking approach.

This article addresses the most relevant risks and drivers of readiness concerning LDC graduation, including the risk of trade concession losses, the shift in the investment climate, and the need to establish national competitiveness. Since Bangladesh stands at the threshold stage, the question is not whether it will happen but whether it can thrive after graduation. It is a time to reflect, look forward, and move forward with resolve to ensure this milestone is not a stumbling block but a stepping stone towards shared and sustainable prosperity.

THE LOSS OF PREFERENTIAL MARKET ACCESS: The most direct and far-reaching consequence of Bangladesh's graduation from LDC status is the phased withdrawal of preferential market access that is currently available under international trade regimes, such as the European Union's Everything But Arms (EBA) policy. These trade patterns have played a crucial role in driving Bangladesh's export-led growth, particularly in the ready-made garments (RMG) sector, which accounts for more than 80 per cent of the country's total exports and employs over four million workers, the vast majority of whom are women. Bangladesh will face higher tariffs—12 per cent in some of the most valuable markets—if other trade facilitations are not realised. This directly threatens Bangladeshi products in the global market. In line with this, the government has doubled efforts to achieve the Generalized Scheme of Preferences Plus (GSP+) with the European Union, demanding rigorous compliance with labor, environmental, and human rights conventions.

Meanwhile, Bangladesh is also diversifying its export basket, shifting its focus from textiles to sectors such as ICT, pharmaceuticals, leather, and jute goods. Trade diplomacy has also been undertaken to sign new bilateral and regional trade agreements in Asia, Africa, and Latin America. Value addition is also being enhanced as factory standards are raised to international levels and production facilities are modernised, enabling Bangladesh to remain a competitive partner in evolving global supply chains.

INVESTMENT CLIMATE: Though an LDC, Bangladesh benefited from concessional credits, technical assistance, and differential treatment in accessing international aid-for-trade program benefits. With these privileges now poised to end, the spotlight falls on domestic readiness and institutional strengths in attracting high-quality investment.

The government of Dr. Muhammad Yunus has drawn up a vision-led forward roadmap to decouple aid dependence and trigger investment-driven growth. The highest priority is being accorded to the following:

Policy Predictability. A coherent, transparent regulatory framework for reducing risk perceptions of investors.

- Infrastructure Upgradation: Significant investments in ports, power, and transport corridors to reduce logistics costs and improve efficiency.
- Economic Zones and Industrial Parks: Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) is fast-tracking the establishment of industrial enclaves with plug-and-play infrastructure and fiscal incentives.
- Digital Governance: e-registration, e-taxation, and single-window services are some of the measures being introduced to simplify investor procedures and eliminate bureaucratic barriers.
- Legal and Judicial Reforms: Measures are being taken to reform the enforcement of contracts, land acquisition, and arbitration processes to instill confidence in investors.
- In addition to these, Bangladesh is also actively wooing diaspora investment under special bonds and incentive programs while encouraging local entrepreneurs to improve their access to finance, training, and markets. These across-the-board reforms reflect the country's need to consolidate its fragile investment success into a strong and durable foundation.

CREATING COMPETITIVENESS FOR A POST-LDC ECONOMY: As Bangladesh advances towards graduation from the LDC existence, national competitiveness is no longer a requirement—it is a strategic necessity. Graduation will put the country on a level playing field with advanced developing economies; hence, it is imperative to transition from low-cost to high-value, innovation-driven industries.

The RMG sector, the cornerstone of Bangladesh's export economy for decades, must undergo structural changes. This involves investing in automation and digitalisation to improve productivity, adopting sustainable and ethical business practices to meet evolving consumer and regulatory demands, and advancing up the value chain by building design capabilities, enhancing branding, and diversifying product lines.

Garment non-appearing industries are emerging as new sources of competitiveness:

- Pharmaceuticals: Through high API (Active Pharmaceutical Ingredient) strength and export to over 150 export markets, the sector can become a $5 billion industry by 2030.
- Information and Communication Technology (ICT): Digital Bangladesh and the nascent tech startup ecosystem are driving exports in software, BPO, and digital services.
- Agro-processing: As the world demands more safe, traceable food, Bangladesh's robust agricultural base can be leveraged through modern processing, packaging, and export chains.
- Shipbuilding and Light Engineering: With its skilled labor force and competitive production costs, Bangladesh is making promising progress in these sectors as a niche manufacturing hub.

To consolidate and scale up these gains, human capital development is crucial. The interim government is further investing in Technical and Vocational Education and Training (TVET), as well as academia-industry partnerships and digital literacy programs. Bangladesh's demographic dividend, comprising more than 60 per cent of the population aged under 35 years, can be reaped only if the youth are future-proofed with the necessary skills.

Additionally, the formation of the Dhaka-Chattogram Economic Corridor and improvements in connectivity with regional transportation networks are enhancing the efficiency of trade logistics. Customs modernisation, electronic certificates of origin, and integration into global value chains are also becoming a priority to reduce the time and cost of doing business. Bangladesh's ability to transform its enormous potential into long-term competitiveness will shape its post-LDC success story. Innovation, diversification, and wise investment in systems and individuals will be the cornerstones of this advancement.

STRATEGIC READINESS TO FACE A POST-LDC WORLD: The interim government has proposed a national roadmap for readiness that outlines the key vulnerabilities and opportunities associated with graduation from LDC status. These are:

- Institution Building: Establishing a robust institutional setup of trade policy, intellectual property rights, and alternative dispute resolution mechanisms.
- Human Capacity Development: Initiating national vocational and technical education programs to bridge the skills gap and meet global labor market needs.
- Innovation Ecosystem: Promoting research and innovation by industry-university partnerships and startup incubation centers.
- Green Industrial Policy: Enabling sustainable industrialization by green finance, eco-labelling, and low-carbon production methods.
- Social Protection: Enhancing the social protection system to include the poor and vulnerable in the economic transformation process.

The interim government is also leveraging international goodwill to secure strategic partnerships with countries and multilateral organisations for dignified and graceful graduation.

CONCLUSION: Graduation from LDC status is not a ceremonial upgrade; it is a landmark in the growth history of Bangladesh. It sires global respect but also demands institutional strength, fiscal resilience, and vision-oriented governance. The path ahead will require astute policymaking, economic inclusiveness, and collaboration in the public, private, and international sectors. Together, with determination, Bangladesh can turn this transition into an opportunity—not only to consolidate its previous achievements but also to leap ahead as a proud, self-sustaining, and competitive middle-income country. As Bangladesh steps into the global scene with a fresh image, let it not forget: the fight is far from won, but the promise of a better, more honourable tomorrow has never appeared so within reach.

Dr Serajul I Bhuiyan is a professor and former Chair of the Department of Journalism and Mass Communications at Savannah State University, Savannah, Georgia, USA.
sibhuiyan@yahoo.com

CamScanner

The Business Standard
08 JUL 2025

Trump's 35% tariff zaps Bangladesh's $8.4 billion export lifeline

US TARIFF IMPACT ON SHIRT EXPORTS

Export price of a shirt: $10	Existing tariff (16%): + $1.60	Nominal price: $11.60	New additional tariff (35%): +$3.50 (on base price)	Final landed price: $15.10

IMPACT
- Total tariff load: $5.10
- US buyers and Bangladeshi suppliers have to bear extra cost

TRADE - BANGLADESH

SAJJADUR RAHMAN AND **REYAD HOSSAIN**

A polo shirt says it all.

When a Bangladeshi exporter ships one to the United States at $10, the American buyer ends up paying $11.16 — courtesy of a 16% import duty. But from 1 August, if the newly announced 35% tariff by the Trump administration kicks in, the same shirt will cost $15.10 — a 51% jump.

"Who will come to buy from us paying 15% more tariff than Vietnam?" asked a visibly concerned Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association.

And that's where the fear lies — that buyers will go elsewhere. Vietnam, already a strong competitor, enjoys a lower tariff regime. If China, India or even Pakistan are spared the harshest treatment while Bangladesh faces the full brunt of the 35% additional tariff in addition to existing average 16% duty, "it will be more than a disaster," Hoque warns.

Billions at risk: The economic fallout

To understand the implications, we must first look at the numbers.

In 2024, bilateral trade between the US and Bangladesh reached $10.6 billion. Of this, $8.4 billion came from Bangladeshi exports to the US, and $2.2 billion the other way around. That gives Bangladesh a trade surplus of $6.2 billion, which, ironically, is now cited as a reason for the tariff hike.

But this surplus is not just numbers on a spreadsheet, it translates into factories, workers, and livelihoods.

Exporters warn that even if just

I SEE PAGE 2 COL 1

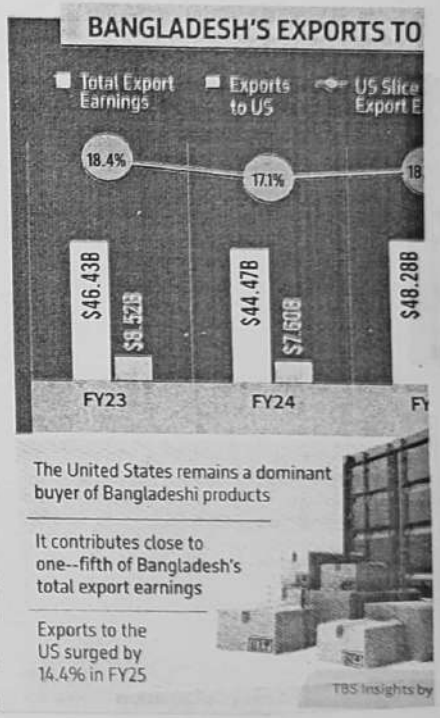

The Business Standard

08 JUL 2025

$1 billion worth of orders are rerouted to Vietnam or other countries, it could send shockwaves through Bangladesh's already fragile export situation. The impact could be systemic.

"It will be extremely difficult for Bangladesh to stay competitive in the global market once this 35% tariff is imposed," said Dr Fahmida Khatun, executive director of the Centre for Policy Dialogue. "Doing business, particularly in exports, under such a high tariff regime will be extremely challenging."

And it won't just be the garment factories that bleed. The blow will ripple across the entire economy — banking, insurance, transport, ports, packaging — every cog in the export machinery will feel the shock. Millions of workers, most of them women, face the risk of layoffs as factories struggle to stay open.

Rubana Huq, former president of the BGMEA, calls it "disastrous," pointing out that Bangladesh will now be paying 35% in tariffs while Vietnam gets away with 20%. Worse still, uncertainty looms over whether the existing 16% duty will be added to the new tariff, a scenario that would further decimate competitiveness.

Asif Ibrahim, former president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), painted a grim picture: "Without the benefit of a free trade agreement, Bangladesh already faces tough competition in the US market. The new tariff may make Bangladeshi products less competitive, possibly reducing export volumes." He fears many factories, especially those heavily reliant on the US market, may not survive.

Selim Raihan, executive director of SANEM, warns that the steep rise in tariffs will erode Bangladesh's crucial price advantage leading to slower economic growth, job losses, and increased poverty. "This is not just a trade issue anymore," Selim stated. "This is about economic stability and social resilience."

Dr Mohammad Abdur Razzaque, international trade expert and chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID), highlighted Bangladesh' disproportionate risk.

"Our tariff exposure is higher compared to many competitors. If these duties go into effect as planned, we will be disproportionately affected," he said.

He also noted that a widespread tariff hike could reduce US buyers' purchasing power, shrinking the market and intensifying competition.

"The impact will likely be shared between American buyers and Bangladeshi suppliers — a burden our industry is ill-prepared to absorb," Razzaque warned.

SM Khaled, managing director of Snowtex Group — a leading garment exporter with nearly a third of its shipments destined for the US — shared the bleak outlook.

"We won't be able to survive in the US market under the new tariff regime," he said. "If the new duty is implemented, buyers will shift their orders to India, Vietnam, and others offering better terms."

"After this, I don't think we'll see those orders come back," he added. "Bangladesh will start losing US business — fast."

Private sector "kept in the dark"

Adding to the industry's woes is the revelation that the private sector, the engine of Bangladesh's exports, was completely excluded from discussions with the United States during the 90-day window concerning the proposed 35% tariff.

"Whatever Bangladesh exports is done by the private sector. Yet, we were totally excluded from the government's negotiations with the US. We didn't know how they were preparing or what position they were taking," said Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA). He expressed shock at the apparent absence of trade experts in the negotiation process.

Shams Mahmud, former president of DCCI and managing director of Shasha Denims, echoed the concern, stating, "Businesses will suffer because of this administrative failure."

He found it unbelievable that no private sector representative was included, suggesting that leaders from BGMEA, BKMEA, and the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) should have been part of the talks.

Asif Ashraf, managing director of Urmi Group and a key garment exporter to the US market, called the government's lack of engagement a major failure.

"Bangladesh had three months to respond. Yet, no effective steps were taken to reduce the tariff. We repeatedly urged the government to consult the private sector, but BGMEA — the main platform for apparel exporters — was never brought into the conversation."

The business community's frustration is palpable as they face the consequences of decisions made without their input.

Glimmers of hope amidst the gloom

Despite widespread concerns over the steep 35% tariff on Bangladeshi exports to the US, some industry leaders retain cautious optimism.

MA Jabbar, managing director of DBL Group, one of the country's leading apparel exporters, acknowledged the pricing challenges but believes the fallout may not be as severe as feared.

"Countries like Vietnam, India, and Pakistan are facing lower tariffs compared to us. But the type of products we manufacture are often different from those made in Vietnam or China," Jabbar told The Business Standard.

"Even if Vietnam wanted to absorb a larger share of orders, ramping up capacity overnight is not easy. Some orders may shift to India or Pakistan, but I don't think Bangladesh will suffer a massive loss in the US market," he stated, while admitting the pricing gap remains a key hurdle.

Jabbar expressed hope, citing ongoing negotiations with the US. "The government is actively engaged, and we still have time before 1 August. We'll need to wait a bit longer to see how this unfolds."

ABM Shamsuddin, managing director of Hannan Group, another major RMG exporter, shared this sentiment.

"I don't believe exporters will face a massive loss — at least not right now," he said. "Vietnam and India do not yet have the capacity to absorb the volume of apparel orders currently handled by Bangladesh."

"Vietnam, in particular, has already hit the ceiling in terms of apparel production. There's very limited scope for expansion. That gives us a window," he added.

The United States has so far targeted 14 countries, including Bangladesh, with the new tariff regime, while giving others a temporary reprieve until 1 August. The crucial question now is: can Bangladesh negotiate its way out of the crosshairs?

As things stand, a polo shirt may not just cost $15.10 — it may end up costing Bangladesh far more in economic stability and social resilience.

ঢাকা।

The Business Standard

08 JUL 2025

None saw it coming: What went wrong in Bangladesh's tariff negotiation with US

TRADE - BANGLADESH

ABUL KASHEM

Donald Trump's latest letter to Chief Adviser Muhammad Yunus imposing a 35% tariff on Bangladeshi goods has caught government officials and exporters off guard, exposing misplaced expectations that Dhaka had more time.

Adding to the setback, the government sidelined the private sector throughout negotiations, ignoring repeated calls to engage lobbyists to bolster Bangladesh's position. Officials also anticipated a more favourable agreement based on Bangladesh's Least Developed Country (LDC) status.

- Dhaka delayed action after conflicting signals from Washington
- Officials expected tariff deadline pushed by one year
- It was believed deal before 9 July unlikely
- Dhaka cited LDC status in negotiations, but US never favoured LDCs
- BGMEA urged hiring Trump-linked lobbyist, govt declined

However, none of these expectations materialised, and Bangladesh now faces a 35% tariff – far more than its competitors.

Despite this, Bangladesh should have been better positioned, as it promptly responded to the April 2 announcement of reciprocal tariffs by formally requesting a three-month delay in implementation.

Vietnam – Bangladesh's chief competitor – quickly offered duty-free access to all US products and launched its negotiations. Bangladesh also granted duty-free access to 100 US goods in the FY26 budget but failed to submit the list of items requested by the US before the budget was passed.

Bangladesh's negotiation efforts were led by Khalilur Rahman,

I SEE PAGE 2 COL 1

national security adviser and special envoy on the Rohingya issue, who was in Washington during key talks.

However, diplomats in Washington reported receiving conflicting signals: government officials suggested Bangladesh was the frontrunner in the negotiations, but later hinted that final agreement was unlikely before 9 July, undermining certainty.

Besides, the US Trade Representative (USTR) informed Dhaka that the reciprocal tariff could be delayed by up to a year, according to the Ministry of Commerce.

Therefore, finalising the negotiation and signing an agreement before 9 July would not resolve Bangladesh's situation. For this reason, Dhaka adopted a strategy of proceeding slowly in the negotiation process, according to the ministry.

As a result, instead of presenting any attractive proposal to the US, Dhaka asked Washington to provide a list of products on which it seeks duty-free access from Bangladesh.

Now, the latest US letter comes with the requested list and a new draft of the trade agreement.

LDC argument falls flat

In the last meeting, Bangladesh responded by requesting that tariffs remain below 37% if no agreement was reached by 9 July.

Washington replied, "It may be not, since you're in negotiation", offering little clarity.

In the 3 July meeting, Bangladesh asked that its status as an LDC (Least Developed Country) be considered, believing this should result in lower tariffs than those applied to Vietnam.

After the meeting, Commerce Secretary Mahbubur Rahman, who joined the talks online from Bangladesh, told TBS over the phone that fruitful negotiations had taken place regarding reciprocal tariffs.

Although no final decision has been reached yet, he expressed confidence that Bangladesh would receive tariff concessions.

However, Mostafa Abid Khan, former member of the Bangladesh Trade and Tariff Commission, observed, "The US has never granted extra benefits to LDCs. Proposed tariff rates on Bangladesh [35%] and Myanmar [40%] are much higher than for developing countries like Vietnam [20%], China, India, Pakistan and Indonesia. It is not realistic to expect additional concessions just because we're an LDC."

Exporters not engaged

A proposal by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) to hire a US-based lobbying firm through the commerce ministry was reportedly declined by the government.

BGMEA former president Anwar-ul Alam Parvez told TBS, "Discussion with USTR officials alone isn't enough. That's why we urged hiring lobbyists."

In fact, trade leaders say they were ignored throughout the entire process and kept in the dark, despite driving over 80% of Bangladesh's exports and imports. During the critical 90-day window when the interim government negotiated with the US, the private sector was completely excluded.

"We were totally excluded from the government's negotiations with the US. We didn't know how they were preparing or what position they were taking," said Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

What shocked him most was the absence of trade experts in the negotiation process.

US draft seen as violating trade norms

Another reason behind Bangladesh's failure to succeed in negotiations with the United States is that the proposed Reciprocal Tariff Agreement by the US includes certain conditions that are inconsistent with established international trade practices and bilateral trade agreements.

The alternative proposals made by Bangladesh were not accepted by the USTR during the meeting on 26 June.

In the 3 July meeting, Bangladesh again stated that it would not be possible to comply with the conditions set by the United States, and expressed its intention to reach an agreement within the framework of WTO regulations.

Since the US later agreed to hold further meetings despite this stance, officials at the Ministry of Commerce assumed that the USTR had accepted Bangladesh's proposals.

Timeline of talks

After the tariff proposal was announced on 2 April, officials from Bangladesh's Ministry of Commerce held an online meeting with the USTR on 9 April. Subsequently, a Bangladeshi delegation met with the USTR in Washington on 21 April. At that time, the USTR agreed to discuss six specific points. Later, on 4 June, Bangladesh sent another letter to the USTR.

On 12 June, Bangladesh signed a Non-Disclosure Agreement (NDA) with the United States regarding the Reciprocal Tariff issue, under which Bangladesh agreed to sign a Reciprocal Tariff Agreement with the US.

In an online meeting held on 17 June, both sides agreed to proceed with such an agreement. The US later sent Bangladesh a draft of the proposed agreement, which is still under negotiation.

According to several sources, the draft Reciprocal Tariff Agreement from the US includes conditions requiring Bangladesh to impose trade sanctions on any country sanctioned by the US. Similarly, if the US imposes additional tariffs on a country, Bangladesh would be required to follow suit.

Additionally, one clause stipulates that Bangladesh cannot offer import concessions to any other country for products that it grants such concessions to the US. This contradicts the World Trade Organization's Most-Favoured Nation (MFN) principle.

To appease the United States, Bangladesh has taken steps to increase imports from the country, including the official purchase of Boeing aircraft, LNG, and wheat.

Last week, BGMEA President Mahmud Hasan Babu told TBS, "We are concerned about the US reciprocal tariffs. Out of this concern, we held a meeting with the US ambassador in Dhaka on Tuesday. He advised us to be more specific and more serious."

CamScanner